যুগান্তর

তারিখ 30 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

স্টুডেন্টস কেবিনেট

২৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্বাচন আজ

যুগান্তর রিপোর্ট

কোটি শিক্ষার্থীর প্রতিনিধি নির্বাচন আজ। সারা দেশের প্রায় ২৩ হাজার স্কুল ও মাদ্রাসার এসব শিক্ষার্থীর শিক্ষা ও সহায়ক কার্যক্রমে স্কুল প্রশাসনকে সহায়তা এবং নেতৃত্ব দিতে সরকারি উদ্যোগে ১ লাখ ৮৪ হাজার নেতা নির্বাচন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সরাসরি ভোটানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে মোট পৌনে ৩ লাখ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এ উপলক্ষে বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সাধারণ নির্বাচনের মতোই শিক্ষার্থীদের এ নির্বাচন হচ্ছে। এতে নির্বাচন কমিশনার, ব্যালট বাক্স, স্কুলের মধ্যে প্রচার-পোস্টারিং সবই থাকছে। এটি অনেকটা আগের ক্লাস ক্যাপ্টেনের ধারণার আধুনিক সংস্করণ। ক্লাস ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হতো ক্লাসের ভেতরের কাজের জন্য। এখন সব ক্লাসের প্রতিনিধি মিলিয়ে ক্লাসের ভেতর এবং গোটা স্কুলের ৮টি খাতের কার্যক্রমে স্কুল-মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষকে সহায়তার লক্ষ্যে একটি ফোরাম গঠন করা হয়েছে। এর নাম দেয়া হয়েছে 'স্টুডেন্টস কেবিনেট'। ২০১৫ সালে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়। সেই হিসেবে এটি তৃতীয়বারের আয়োজন।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো ২০১০ সাল থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এটি অনেকটা ডাকসু নির্বাচনের মতো। এ কারণে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন ছিল, দু'যুগের বেশি সময় বন্ধ থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন কবে হবে? এর জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ভিসিদের বিভিন্ন বৈঠকে আমরা এ ব্যাপারে বলেছি। তাদের ওপর আমরা কোনো নির্দেশনা চাপিয়ে দিতে পারি না। ওইসব প্রতিষ্ঠানে অর্থ দিই শতভাগ, কিন্তু কর্তৃত্ব খাটাই জিরো শতাংশ। তাই এ ব্যাপারে আমরা উদ্বুদ্ধ করতে পারি মাত্র। কিন্তু তারা কেউই এগিয়ে আসছেন না। তবে আমাদের প্রত্যাশা, পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরি হলে তারা এ ব্যাপারে আলোচনাসাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেবেন।

স্টুডেন্টস কেবিনেটে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আটজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। যাদের মধ্য থেকে একজন প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হবেন। পরিবেশ সংরক্ষণ (বিদ্যালয়, আঙ্গিনা ও টয়লেট পরিষ্কার এবং বর্জ ব্যবস্থাপনা); পুস্তক ও শিখন সামগ্রী, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং সহপাঠ কার্যক্রম, পানি সম্পদ, বৃক্ষ রোপণ ও বাগান তৈরি, দিবস ও অনুষ্ঠান উদযাপন এবং অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন, আইসিটিসহ আটটি কার্যক্রম প্রতিনিধিদের দেখভালের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ আটজনের প্রত্যেকের আবার প্রতিটি ক্লাসে দু'জন করে সহায়ক প্রতিনিধি থাকবে। নির্বাচিত প্রতিনিধির কাজের ব্যর্থতার জন্য পদত্যাগের ব্যবস্থাও আছে। এটা ৬ মাস পর সাধারণ সভায় মূল্যায়ন হয়ে থাকে।

এ নির্বাচন শিক্ষার্থীরাই পরিচালনা করে থাকে। দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনোনীত করা হয়। অষ্টম ও নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দু'জন নির্বাচন কমিশনার মনোনীত করা হয়। প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারেরও দায়িত্ব পালন করে শিক্ষার্থীরা। সারা দেশে আজ নির্বাচন হলেও ৪টি উপজেলায় হচ্ছে না। জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচনের কারণে সুনামগঞ্জের দিরাই এবং শাল্লায় ও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের কারণে কুমিল্লার আদর্শ সদর ও সদর দক্ষিণে স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন হবে ৮ এপ্রিল।